।। সুমন কুমার সাহ এর তিনটি প্রেমের কবিতা ।।

ভলোবাসার তীরে

সুমন কুমার সাহ

যে হৃদয় উড়ত ভেসে
আপন খুশি মেজাজ নিয়ে
আজকে হঠাত থমকে গেলো
ভলোবাসার তীরে এসে।

যে সময়ের সস্তা দামে
উড়ত ক্ষনিক পাখনা মেলে
সেই সময়ের দোহাই দিয়ে
ক্ষনিক এখন তোমার বেশে।

ছিলাম আমি বিশাল নিয়ে
নীল সমুদ্রের বক্ষপেতে
এখন আমি আছড়ে পড়ি
ভালোবাসার তীরে এসে।

কেন-ই আকাশ মিলতে এলে
দিগন্ত ওই স্পর্শ জুড়ে
পানসি মেঘের ছাউনি দিয়ে
কাল বৈশাখী ঝড় টি দিলে।

ভালোবাসার মনের পাখী
অবুঝ ভাসা কেন-ই পেলে
জেনেও যেদিন হারাবে সেদিন
ভালোবাসার তীরে এসে।

পাখীর ডাকে ঘুমিয়ে পড়ি
তোমার ডাকে জেগে
তোমার কথা ভেবে ভেবে
আজ সূর্য্য গেছে ডুবে।

বিকেল বেলা গন্ধ ছাড়ে
ভোরের বাসি ফুল
সন্ধ্যে বেলাই আভাস ছাড়ে
ভোরের তাজা ফুল।

এমন করে কাটছে জীবন
হৃদয় গেছে থেমে
সকাল সন্ধ্যে পূর্ন গ্রহন
ভালোবাসার তীরে এসে।

হয়তো যেদিন বুঝবে তুমি
আসবে নদী ধরে
লিবার্টি হয়ে থাকবে সেদিন
ভালোবাসার তীরে ।।

শুধু তোমার তরে

সুমন কুমার সাহু

জানি আমি যাব চলে
জীবনের মালা গেঁথে
এই নীল আকাশের পথে
মনের এই ভাবনা গুলো
হৃদয়ের ছোঁয়া লেগে
পড়ে রবে বালু পথে।

হয়ত তুমি অবুঝ ভাবে
আলতো নরম ছোঁয়া দিয়ে
মাড়িয়ে যাবে এ পথ দিয়ে
সেদিন ও বুঝি ভাববেনাযে
ভাবনা গুলো
শুধু তোমার তরে।

হয়ত সেদিন আমি
তোমার থেকে বহুদূরে
ঘন কালো আকাশের মাঝে
হাজার তারার একটি আমি
সারা রাত্রি শুধু তোমার তরে
দেখছি আমি চোখটি মেলে।

হাজার তারার মাঝে মোরে
হয়ত যদি বুঝতে পারো
চিনতে পারো আমায় দেখে
দিচ্ছি কথা মিলিও নিও
উল্কা হয়ে পড়ব খসে
আসব শুধু তোমার তরে।

ভালবাসা

সুমন কুমার সাহু

কেমন করে এলে তুমি
জানিনা কোন ক্ষণে
“ভালবাসা আমি”
বললে নিঃশব্দে এসে।

ভালবাসা ভালবাসা
আরো চায় বন্ধন
কি যেন মনে হয়
অনুভুতির স্পন্দন

কখনো স্বপ্নে মাতায়
কখনও ভাসায় খেয়ালে
কখনো মাতায় নেশায়
কখনও জাগায় শরিরে।

একদিন ভালবাসা
মুছেদিলে ভালবাসা
এতদিন ভালবাসা
এ কোন ভালবাসা

কেমন করে গেলে তুমি
ভালবাসা নির্বিকারে
অজান্তে দিয়েছ পাড়ি
ভালবাসা অস্থাচলে ।

ভালবাসা তুমি আজ
চলে গেছ দূরে
হৃদয়ের ভগ্ন সাজ
কবিতা তোমাকে।।